ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ॥ সংখ্যা ১০৬ ও ১০৭ (যুক্ত), ডিসেম্বর ২০২৫
ISSN : 2411-9059, e-ISSN: 3006-3078 DOI : http://dx.doi.org/10.62296/DVP/10607006

লস্কর আমি : স্কটল্যান্ডে বাংলাদেশ-ঐতিহ্যবাহী সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি-ভিত্তিক পরিচয় অন্বেষণ

সুদীপ চক্রবর্তী*

Abstract: This research project investigates the complex dynamics of identity construction and performance within Scotland's Bangladesh heritage community, utilising theatre as a medium for cultural expression and negotiation. Drawing on Homi Bhabha's (1994) concept of the third space, where cultural meanings are negotiated and translated, and Stuart Hall's (1996) theory of hybridity, which underscores the intricate and multifaceted nature of cultural identity, this study explores the intersections of language, culture, and identity through the lens of Richard Schechner's (2004) theory of performance as "twice-behaved behaviour". This framework posits that performance is a site of cultural transmission, where identities are constructed, rehearsed, and performed, highlighting the dynamic and fluid nature of identity formation. Through the theatre production *LASCARi*, this research provides insight into the ways in which community members navigate and perform their identities through cultural performance, highlighting the significance of community-driven approaches to cultural heritage and performance in promoting social change and community empowerment. Deleuze and Guattari's Assemblage theory (1987) provides a framework for understanding the complex relationships between language, culture, and Lascar history in shaping the community's identity. This research contributes to a deeper understanding of the dynamic and fluid nature of identity formation in diasporic communities.

মুখ্যশব্দ: তৃতীয় আয়তা, সংকরতা, সমাবেশ, পরিচয়, বাংলাদেশ-ঐতিহ্যবাহী সম্প্রদায়, লস্কর, *লস্কর আমি*

* সহযোগী অধ্যাপক, থিয়েটার অ্যান্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১. ভূমিকা

স্কটল্যান্ডে বাংলাদেশ-ঐতিহ্যবাহী সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিচয় গঠন ও উপস্থাপনার জটিল, বহুমুখ এবং গতিশীলতা বিশ্লেষণ করার লক্ষ্যে ‘লস্কর’ শিরোনামে একটি গবেষণা প্রকল্প পরিচালিত হয়। গবেষণায় থিয়েটারকে সাংস্কৃতিক প্রকাশ এবং সামাজিক আলোচনার একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই প্রবন্ধের তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে হোমি ভাভা (Bhabha, 1994) প্রস্তাবিত “থার্ড স্পেস” বা “তৃতীয় আয়তা” ধারণা, স্টুয়ার্ট হলের (Hall, 1996) “হাইব্রিডিটি” বা “সংকরতা” তত্ত্ব, এবং রিচার্ড শেখনার (Schechner, 2004) প্রণীত “পারফরম্যান্স” বা “পরিবেশনা” অধ্যয়ন। “তৃতীয় আয়তা” হলো আলোচনা ও অনুবাদের মাধ্যমে গড়ে ওঠা নতুন সাংস্কৃতিক অর্থ (Bhabha, 1994), “সংকরতা” হলো সাংস্কৃতিক পরিচয়ের বহুমাত্রিক ও জটিল প্রকৃতি নির্দেশ (Hall, 1996) এবং “পরিবেশনা” কেবল বাস্তবতার প্রতিফলন নয়, বরং বাস্তবতা তৈরি করার একটি জটিল এবং বহুস্তরীয় মাধ্যম (Schechner, 2004)। *লস্কর আমি* নাটকের প্রেক্ষাপট, নাট্য সৃজনের প্রস্তুতি ও মঞ্চায়নের সৃজনশীল প্রক্রিয়া বিশ্লেষণের জন্য উত্তর-কাঠামোবাদ, মনোবিশ্লেষণ এবং রাজনৈতিক তত্ত্বে প্রভাব সৃষ্টিকারী ফরাসি দার্শনিক জিল দেল্যুজ এবং ফেলিক্স গুয়াত্তারি (Deleuze & Guattari, 1987) প্রস্তাবিত “অ্যাসেমব্লাজ” বা “সমাবেশ” তত্ত্ব ব্যবহৃত হয়েছে। এই তত্ত্ব বাস্তবতাকে বিভিন্ন উপাদানের গতিশীল, ভিন্নধর্মী সংগ্রহ, অর্থাৎ সমাবেশ বা সংস্থা হিসেবে দেখে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মানুষ, বস্তু, ধারণা, প্রযুক্তি, নিয়ম এসব ক্রমাগত আন্তঃসংযুক্ত সম্পর্কের মাধ্যমে অস্থায়ী, কার্যকর সমগ্র গঠন করে, যা স্থির কাঠামোর পরিবর্তে নমনীয়তা, পরিবর্তন এবং উদ্ভূত প্রভাবের ওপর জোর দেয়। এই তত্ত্ব অনুসরণ করে *লস্কর আমি* নাট্য প্রযোজনা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ভাষা, সংস্কৃতি এবং লস্কর ইতিহাসের আন্তঃসম্পর্ক বোঝার জন্য যে কাঠামো রয়েছে তা লস্করদের উত্তরাধিকারস্বরূপ স্কটল্যান্ডে বাংলাদেশ-ঐতিহ্যবাহী সম্প্রদায়ের পরিচয় গঠনে, পরিচয়ের গতিশীল ও পরিবর্তনশীল প্রকৃতি বোঝার ক্ষেত্রে এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই গবেষণায় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং পরিবেশনার গুরুত্ব উপস্থাপিত হয়েছে, যা সামাজিক পরিবর্তন এবং সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

চিত্র ১ : *লস্কর আমি* নাটকের উদ্বোধনী প্রদর্শনী, টল শিপ গ্লেনলি, রিভারসাইড মিউজিয়াম, গ্লাসগো, ২৯ মে ২০২২ (সূত্র : বাংলাদেশ এসোসিয়েশন গ্লাসগো)।

২. লস্করঃ এক সামুদ্রিক উত্তরাধিকার

“লস্কর” শব্দটি এশীয় নাবিক বা নৌবাহিনীর সহায়ক কর্মীকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতা ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের যুগে ভারতীয় উপমহাদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তাদের নিয়োগ দেওয়া হতো (Balachandran, 2012)। শব্দটির উৎপত্তি পারসিয়ান লস্কর থেকে, যার অর্থ ‘সেনা’ বা ‘শিবির’। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পদের মূল ঐতিহাসিক অভিধান তৈরিতে কাজ করেছিলেন যে দুজন, তারা হলেন স্কটিশ ভূগোলবিদ স্যার হেনরি ইউল এবং সংস্কৃত ও দ্রাবিড় ভাষার পণ্ডিত আর্থার কোক বার্নেল। তারা উল্লেখ করেন যে, “লস্কর” শব্দটি পরবর্তীকালে পর্তুগিজ ভাষায় “লাস্কারিম” এবং ইংরেজিতে “Lascar” রূপে গৃহীত হয়েছে (Yule & Burnell, 1903)। এই ভাষা গ্রহণ এবং পাশাপাশি ভাষা স্বীকৃতি, ঔপনিবেশিকতার জটিল সাংস্কৃতিক গতিশীলতার প্রতিফলন ঘটায়, যা স্টুয়ার্ট হল প্রস্তাবিত সাংস্কৃতিক সংকরতার লক্ষণ বহন করে এবং যেখানে সাংস্কৃতিক ভিন্নতাই আলোচনার ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয় (Hall, 1996)।

চিত্র ২ : ব্রিটিশ সাম্রাজ্য জাহাজীকরনের মানচিত্র, ১৯৩৭, ন্যাশনাল মেরিটাইম মিউজিয়াম, গ্রিনউইচ, লন্ডন (সূত্র : গ্লাসগো লাইফ মিউজিয়ামস)।

রোজিনা ভিসরাম (Visram, 2002) এবং মার্ক রবিন্দার ফ্রস্টের (Frost, 2005) গবেষণা থেকে জানা যায়, ঐতিহাসিকভাবে, লস্কররা ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (British East India Company) এবং ভেরেনিগডে অস্ত-ইন্ডিশে কোম্পানি (Vereenigde Oostindische Compagnie ev Dutch East India Company)-এর মতো প্রধান ইউরোপীয় বাণিজ্য শক্তির সামুদ্রিক কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ভারত, শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উপনিবেশিত অঞ্চল থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত লস্কররা ইউরোপীয় জাহাজে নাবিক, জাহাজরক্ষণকারী এবং সামুদ্রিক বাণিজ্য সম্পর্কিত নানা কাজে অপরিহার্য ভূমিকা রেখেছিলেন। ব্রিটিশ মার্চেন্ট নেভি বাংলাদেশের সিলেট, নোয়াখালী, সন্দ্বীপ এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোক বাছাই করে বহু লস্কর নিয়োগ করেছিল। এসব অঞ্চলে জাহাজ নির্মাণ এবং ইউরোপীয় ও অন্যান্য সামুদ্রিক শিল্পের দীর্ঘ ঐতিহ্য বিদ্যমান ছিল। শ্রমের বিশ্বায়ন বিষয়ক গবেষণা থেকে জানা যায়, লস্করদের অভিজ্ঞতা শোষণ, বর্ণবাদ এবং কঠোর কর্মপরিবেশে আবদ্ধ ছিল, যা ঔপনিবেশিক ক্ষমতার জটিল গতিশীলতা প্রতিফলিত করে (Balachandran, 2012)। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক (Spivak, 1988) বলেন, এই পরিস্থিতি সাবঅলটার্নিটি ধারণার একটি উদাহরণ, যেখানে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে প্রধান ঐতিহাসিক বর্ণনায় নীরব ও অদৃশ্য রাখা হয়। স্পিভাকের (১৯৮৮) "Can the Subaltern Speak?" প্রবন্ধটি ঐতিহাসিক বয়ান পুনর্মূল্যায়নের এবং অতীতের আরও সূক্ষ্ম ও বহুমাত্রিক বোঝাপড়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে।

স্টুয়ার্ট হলের "সাংস্কৃতিক পরিচয়" তত্ত্বের আলোকে লস্করদের অভিজ্ঞতাকে ক্ষমতা, সংস্কৃতি ও পরিচয়ের জটিল আন্তঃসম্পর্ক হিসেবে বোঝা যায় (Hall, 1996)। হলের মতে, "পরিচয় কখনো একরৈখিক নয়" এবং তা "প্রায়শই বিরোধী বয়ান, চর্চা এবং অবস্থানের মধ্য দিয়ে গঠিত

হয়," যা ঔপনিবেশিকতা এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের প্রেক্ষাপটে পরিচয় গঠনের জটিলতাকে দৃশ্যমান করে তোলে (Hall, 1996, p. 4)। এই জটিল আন্তঃসম্পর্ক আরও বিশদভাবে অনুসন্ধানের লক্ষ্যে 'লস্কর গবেষণা প্রকল্প' এবং *লস্কর আমি* নাট্য প্রযোজনা বিশ্লেষণ করা হবে।

৩. লস্কর গবেষণা প্রকল্প : যৌথ প্রচেষ্টা ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য

গ্লাসগো লাইফ মিউজিয়ামস এবং বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন গ্লাসগোর যৌথ উদ্যোগে কোভিড-১৯ মহামারির পর 'লস্কর গবেষণা প্রকল্প' শুরু হয়। প্রকল্পের অংশ হিসেবে গ্লাসগো শহরে বসবাসরত বাংলাদেশ ঐতিহ্যবাহী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বয়সী ব্যক্তিগণ স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে নাট্য প্রযোজনায় অভিনয় এবং নেপথ্য কুশীলবের দায়িত্ব পালন করেন। যেমন– *লস্কর আমি* (LASCARi) নাটক রচনা করেন তারেক আবদুল্লাহ, পরিচালনা করেন জাকিয়া সুলতানা, দীপা হক এবং শাহরিনা শাহজাহান, অভিনয় করেন সম্প্রদায়ের সদস্যরা। সৃজনশীল দিকনির্দেশনা ও অভিনয় উপাদানসমূহের বিন্যাস করেন সুদীপ চক্রবর্তী এবং গবেষণা প্রকল্পের কিউরেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন গ্লাসগো লাইফ মিউজিয়ামসের এমিলি ম্যালকম ও ইসোবেল ম্যাকডোনাল্ড (Khan, 2023, p. 23)। প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল স্কটল্যান্ডে লস্করদের জটিল এবং বিস্তৃত ইতিহাস, অভিজ্ঞতা এবং অবদান অনুসন্ধান করা। এই যৌথ উদ্যোগের সূত্রপাত ঘটে গ্লাসগো ডকইয়ার্ডে একটি বাংলা লিপিযুক্ত ফলক আবিষ্কারের মাধ্যমে, যা স্কটল্যান্ডে লস্করদের ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক গুরুত্ব নিয়ে গভীর অনুসন্ধানের পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করেছে।

গ্রান্ট এইচ. কেস্টারের তত্ত্ব অনুসারে, সামাজিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথোপকথন সহজতর করার জন্য সংলাপ আয়োজন করার মাধ্যমে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক গণতন্ত্র গড়ে তোলা সম্ভব (Kester, 2004)। এই নীতি লস্কর গবেষণা প্রকল্পে প্রতিফলিত হয়েছে, সম্প্রদায়কে তাদের অতীত পুনরুদ্ধার এবং বিদ্যমান সমাজের সাথে সক্রিয় সম্পৃক্ততার মাধ্যমে ঐতিহাসিক সংযোগ অনুভব ও অতীতকে নতুনভাবে কল্পনা করতে প্রেরণা যোগায়। সর্বোপরি, এই সংযোগ এবং অংশগ্রহণ স্কটল্যান্ডের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নিজেদের অবস্থান অন্বেষণে সহায়ক হয়েছে। প্রকল্পের অনুসন্ধান স্কটল্যান্ড এবং তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশভুক্ত সম্প্রদায়ের (বর্তমান, বাংলাদেশ-ঐতিহ্যবাহী সম্প্রদায়) মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় ও অভিবাসনের জটিল ইতিহাসকে দৃশ্যমান করেছে, যা ভারতীয়-আমেরিকান নৃবিজ্ঞানী এবং বিশ্বায়ন অধ্যয়ন বিষয়ক তাত্ত্বিক অর্জুন আপাদুরাইয়ের (Appadurai, 1996) আধুনিকতা, সাংস্কৃতিক পরিবর্তন এবং ট্রান্সন্যাশনাল প্রবাহ বিষয়ক গবেষণা তত্ত্বের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন গ্লাসগো এই প্রকল্পের মাধ্যমে বহুবিধ সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সাথে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে চেয়েছে, যা শেষ পর্যন্ত একটি সুমিলিত সমাজ গঠনে ভূমিকা পালনে সক্ষম। এই লক্ষ্য কসমোপলিটানিজম

ধারণার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই ধারার অনুবর্তী তাত্ত্বিক উলরিচ বেক বলেন, বৈশ্বিক নাগরিকত্ব গঠনে সাংস্কৃতিক বিনিময় ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার গুরুত্ব অপরিসীম (Beck, 2006)। প্রকল্পের অংশ হিসেবে সৃষ্ট নাট্য পরিবেশনা *লস্কর আমি* স্কটল্যান্ডে বাংলাদেশ-ঐতিহ্যবাহী সম্প্রদায়ের সৃজনশীল মনোভাবকে যে প্রক্রিয়ায় পুনরুজ্জীবিত করেছে এবং মানসিক সুস্থতাকে উৎসাহিত করেছে, তা রিচার্ড শেখনারের পরিবেশনা অধ্যয়ন অনুযায়ী ব্যাখ্যা যোগ্য। তাঁর মতে, বিভিন্ন সমাজব্যবস্থায় ঐতিহাসিকভাবে মানুষ তার সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রকাশ ও পরিচয় গঠনের মাধ্যম হিসেবে পরিবেশনা শিল্পকলার প্রয়োগ ঘটায় (Schechner, 2004)।

প্রকল্পটির প্রভাব সম্প্রদায়ের সীমানা পেরিয়ে ঔপনিবেশিক জাদুঘর প্রথা (কলোনিয়াল মিউজিয়াম ট্রাডিশন)-কে পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ করে দেয়ার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি উৎসাহিত করেছে। এটি "ডিকলোনাইজেশন" বা "উপনিবেশমুক্তকরণ" ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, লিন্ডা তুহিওয়াই স্মিথের (Smith, 2012) মতে, যা মুখ্য নেরেটিভকে চ্যালেঞ্জ করে এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়। লস্কর গবেষণা প্রকল্পটি সম্প্রদায়-কেন্দ্রিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক সম্পৃক্ততার গুরুত্বকে তুলে ধরে এবং সহযোগিতামূলক গল্পকথন ও সৃজনশীল অভিব্যক্তির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক পরিচয় প্রকাশ এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধির গুরুত্ব স্পষ্ট করে। গল্পকথন ও সৃজনশীল অভিব্যক্তির প্রভাব সম্প্রদায়ের সীমারেখাকে অস্পষ্ট করে, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বাগত জানায় এবং ঔপনিবেশিক জাদুঘর প্রথাকে পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ করে দেয়। এসকল উদ্যোগ স্পষ্টত প্রকল্পটির সম্প্রদায়-কেন্দ্রিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক সম্পৃক্ততার শক্তির প্রমাণ বহন করে। এই অনুসন্ধান এও প্রকাশ করে যে, কীভাবে লস্কর-অভিজ্ঞতা স্কটল্যান্ডের বাংলাদেশ ঐতিহ্যবাহী সম্প্রদায়ের ওপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছে এবং আজও তা সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে প্রভাব বিস্তার করছে। প্রকল্পের প্রধান দিকগুলো সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

- সম্প্রদায়-কেন্দ্রিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক সম্পৃক্ততা : সামাজিক অংশগ্রহণমূলক সাংস্কৃতিক সংযোগ এবং সম্প্রদায়ের মেলবন্ধন ঘটে (Kester, 2004)।
- পরিবেশনা : সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রকাশ এবং পরিচয় গঠনের মাধ্যম হিসেবে পরিবেশনা শিল্পকলার ব্যবহার করে (Schechner, 2004)।
- উপনিবেশমুক্তকরণ : ঔপনিবেশিক জাদুঘর প্রথাকে পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ করে দেয়ার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি উৎসাহিত করে (Smith, 2012)।

- বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক বোঝাপড়া : বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রতি গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে, যা সুমিলিত সমাজ গঠনে অবদান রাখে (Beck, 2006)।

৪. বাংলা লিপিযুক্ত ঐতিহাসিক ফলক আবিষ্কার : সাংস্কৃতিক সংকরতা ও সামুদ্রিক ইতিহাসের উন্মোচন

গ্লাসগো ডকইয়ার্ডে বাংলা লিপিযুক্ত একটি ঐতিহাসিক ফলকের আবিষ্কার শহরের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ভাষাগত বৈচিত্র্যের নতুন দিক উন্মোচন করেছে। ফলকটি উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের জটিল সাংস্কৃতিক গতিশীলতার একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয়, এটি ১৮৯০-এর দশকে গ্লাসগোতেই নির্মিত হয়েছিল। ফলকটির নকশায় বাংলা লিপির সংযোজন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগে স্কটল্যান্ড ও ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং নকশায় সংকরতা ধারণাটি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয় (Hall, 1996)। ফলকের নিচের প্রান্তে খিলান আকৃতি অংশ এবং টেকসই ঢালাই লোহা ব্যবহার করা হয়েছে, যা এর কার্যকর ব্যবহারের ইঙ্গিত দেয়। বাংলা ও ইংরেজি লিপির যুগপৎ উপস্থিতি নির্দেশ করে যে এটি মূলত লস্কর সম্প্রদায়ের জন্য নির্মিত, যাদের অধিকাংশ দক্ষিণ এশীয় ছিলেন।

চিত্র ৩ : রিভারসাইড মিউজিয়ামের পাশে ক্লাইড নদীতে 'টল শিপ গ্লেনলি' (সূত্র : প্রবন্ধকার)।

চিত্র ৪ : লস্কর ফলক (সূত্র : গ্লাসগো লাইফ মিউজিয়ামস)

ফলকে খোদিত বাংলা অথবা বাংলা-ঘনিষ্ঠ বাক্য– "এই কমঅন্না খানি নসকরের জন্টে/জন্যে"– ফলকের উদ্দেশ্য এবং লস্করদের সাথে জাহাজে কর্মরত ব্রিটিশ ব্যবস্থাপকদের যোগাযোগের ভাষা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে। হল-এর (Hall, 1996)-এর "সাংস্কৃতিক পরিচয়" ধারণা এবং ভাবা (Bhabha, 1994)-এর "সংকরতা" তত্ত্ব অনুযায়ী, ফলকটির নকশা ও লিপি একটি আন্তঃসাংস্কৃতিক বিনিময় এবং সাংস্কৃতিক সংকরতার মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

৫. ফলকের লিপি পাঠোদ্ধার

প্রাথমিক গবেষণা ও ফলকের লিপির অর্থ অনুসন্ধান দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন সাইফ খান। তিনি বিশ্বব্যাপী বাংলা ভাষাবিদদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। "বাক্যটি বাংলা অঞ্চলের একটি প্রাচীন উপভাষায় লেখা" বলে ধারণা প্রকাশ করে খান বলেন, "নিবিড় অনুসন্ধান এবং প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কমঅন্না শব্দের সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি" (Khan, 2023, p. 20)। যুক্তরাষ্ট্রের রিড কলেজের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক ও গবেষক সামীর-উদ-দৌলা খানের সাথে আলাপের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, 'কমতান্না' শব্দটি সম্ভবত বাংলা 'কলতলা' শব্দের একটি রূপ, যার অর্থ স্নানের স্থান বা প্রক্ষালন কক্ষ ('পায়খানা') (Khan, 2023, pp. 20–21)। উল্লেখ্য, শব্দটির ব্যবহার বর্তমানে প্রায় অপ্রচলিত। একই প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ভাষাতাত্ত্বিক সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান জানান,

> "কমঅন্না" শব্দটি সম্ভবত সংস্কৃত "কর্মণ্য" শব্দ থেকে এসেছে। এর ব্যবহারিক অর্থ শ্রমজীবীদের সংশ্লিষ্ট। সুকুমার সেনের 'বাংলা স্থাননাম' গ্রন্থের ৫৯ পৃষ্ঠায় "কামনাড়া" বলে স্থাননাম পাওয়া যায়, যার অর্থ "যে গ্রামে কর্মিষ্ঠ লোকের বাস"। বাংলাদেশের ঝিনাইদহে এবং কালিহাতিতে "কামান্না" বলে স্থান আছে। বিশেষ করে ঝিনাইদহের অন্তর্গত স্থানটির সঙ্গে ১৯৭১ এর কামান্না ট্রাজেডির সম্পর্ক রয়েছে। এরকম ধারণা করার সুযোগ আছে যে, বুৎপত্তিগতভাবে শব্দটির রূপান্তর ঘটেছে এভাবে–
>
> কর্মণ্য> কমঅন্ন> কমঅন্না> কামান্না
>
> তাহলে এর অর্থ শুরুতে হয়ত ছিল (দক্ষ) কর্মীদের স্থান; যা সময়ের সঙ্গে পালটে হয়েছিল জায়গা বা স্থান। তাই ফলকটি আধুনিক বাংলায় লিখলে দাঁড়াবে 'এই স্থান নস্করের জন্য'। শব্দটি পর্তুগিজ Camaná -রও সদৃশ, যা একটি স্থাননাম। কিছুটা কষ্টকল্পিত হলেও ফারসি 'চমন' বা উদ্যান-এর সঙ্গেও শব্দটির মিল রয়েছে। এদের প্রত্যেকটিই স্থানসম্পর্কিত। শেষ পর্যন্ত 'হয়ত', 'সম্ভবত' রয়েই গেল। (শাহরিয়ার, ২০২৩)

এই প্রসঙ্গে খান (2023)-এর বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, ফলকের তাৎপর্য কেবল ভাষাগত ব্যাখ্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি প্রমাণ করে যে অতীতে গ্লাসগোতে উল্লেখযোগ্য বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী উপস্থিত ছিল। বিশেষত মুসলিম খাদ্যাভ্যাস এবং অজু-সংক্রান্ত প্রয়োজন মেটাতে জাহাজে পৃথক সুবিধা দেয়ার জন্য নির্দিষ্ট স্থান ব্যবহারের প্রেক্ষাপটে এই ফলকটি সম্ভাব্য বিভাজন ও সাংস্কৃতিক রীতির চিত্র তুলে ধরে (Khan, 2023, p. 22)। এই ঘটনাকে স্টুয়ার্ট হলের তত্ত্ব অনুসারে, নতুন সাংস্কৃতিক রূপ এবং পরিচয় সৃজনকারী হিসেবে

বিবেচনা করা যেতে পারে, যা সাংস্কৃতিক পরিচয় (cultural identity) সৃষ্টিতে সহায়ক (Hall, 1996)।

বাংলাদেশ-ঐতিহ্যবাহী সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্তঃক্রিয়া এবং সম্পর্ককে ভাষা, সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের গতিশীল সমাবেশ হিসেবে দেখা যায় (Deleuze & Guattari, 1987)। এই সমাবেশ হলো বহিঃসম্পর্ক, যেখানে লস্করদের ইতিহাস, বাংলা লিপি এবং ইসলামিক সংকেতের মতো উপাদানগুলো জটিলভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে। লস্কর গবেষণা প্রকল্পের অংশ রূপে বাংলা ও ইংরেজি ভাষার মিশ্রনে *লস্কর আমি* নাটক রচিত হয় এবং বিভিন্ন বয়সের বাংলাভাষী কমিউনিটি সদস্যদের নিয়ে নিয়মিত কর্মশালা, প্রস্তুতি, অনুশীলন, মহড়া ও সবশেষে বিভিন্নভাষী দর্শকদের উপস্থিতিতে গ্লাসগো রিভারসাইড মিউজিয়ামে জাহাজে মাত্র একঘণ্টার ব্যবধানে নাটকটি দুইবার প্রদর্শিত হয়। অভিনয় আয়তনও ছিল গুরুত্বপূর্ণ : মিউজিয়ামের পাশে প্রবহমান ক্লাইড নদীতে একটি ঐতিহাসিক তিন-মাস্তুলযুক্ত পণ্যবাহী জাহাজের অভ্যন্তরে নিচের পাটাতনে প্রদর্শিত হয় *লস্কর আমি*। উল্লেখ্য, জাহাজটি টল শিপ গ্লেনলি নামে পরিচিত। তারেক আবদুল্লাহ (Abdullah, 2023) বলেন, নাট্য সৃজন এবং প্রদর্শন প্রক্রিয়া বাংলাদেশ-ঐতিহ্যবাহী সম্প্রদায়কে তাদের ইতিহাস পুনরুদ্ধার করার ক্ষমতা প্রদান করেছে এবং মানসিক সুস্থতাকে উৎসাহিত করেছে। পাশাপাশি, প্রকল্পটি ঐতিহ্যবাহী জাদুঘর প্রথাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি অধিক অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলেছে।

৬. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য

গবেষণায় দেখা যায়, লস্করদের মধ্যে বাংলাভাষী শ্রমিকরা প্রধানত সিলেট অঞ্চল থেকে যাওয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের অংশ ছিলেন। তাদের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা এবং প্রথা, যা জন্মভূমি ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত, সম্ভবত গ্লাসগোতে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের ওপর প্রভাব ফেলেছিল। আপাদুরাই-এর "ট্রান্সন্যাশনালিজম" ধারণা অনুযায়ী, এটি এমন এক "জীবনের কল্পনা" নিয়ে কাজ করে যাতে জাতিগত সীমানার বাইরে জীবনযাপন করা সম্ভব। এখানে ব্যক্তি ও সম্প্রদায় তাদের জন্মভূমির সঙ্গে সংযোগ বজায় রেখে নতুন সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে অভিযোজন ঘটায় (Appadurai, 1996)। গবেষণা প্রকল্পে স্কটল্যান্ড ও তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশভুক্ত সম্প্রদায়ের (বিশেষত বর্তমান বাংলাদেশ-ঐতিহ্যবাহী সম্প্রদায়) মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় ও অভিবাসনের জটিল ইতিহাস তুলে ধরা হয়, যা গ্লোবালাইজেশন ও ট্রান্সন্যাশনালিজম ধারণাকে প্রতিফলিত করে (Appadurai, 1996)। ইতিহাসের আলোকে, গ্লাসগো বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন বহুস্তরীয় সাংস্কৃতিক পরিচয়ের বোঝাপড়া এবং গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে, যা আন্তঃসাংস্কৃতিক নীতির সাপেক্ষে সামাজিক সংহতি ও সংলাপকে উৎসাহিত করে।

ফলকটির আবিষ্কার গ্লাসগোর জটিল সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং ভাষাগত বৈচিত্র্যের ইতিহাসকে উজ্জ্বল করে তোলে। গ্লাসগোতে নির্মিত ফলকের নকশায় ব্যবহৃত বাংলা লিপি বিশ্লেষণে পাওয়া যায় যে, এটি নতুন সাংস্কৃতিক রূপ এবং পরিচয়ের উদ্ভবকে ত্বরান্বিত করে। ফলে, সাংস্কৃতিক পরিচয়ের গতিশীল ও রূপান্তরমূলক প্রকৃতির উদাহরণস্বরূপ ফলকটি তৃতীয় আয়তা হয়ে ওঠে (Bhabha, 1994)। ফলে এর পরিবর্তনশীল ও বিবর্তমান বৈশিষ্ট্য গুরুত্ব পায়। স্টুয়ার্ট হল প্রস্তাবিত সংকরতা ধারণাও এখানে প্রাসঙ্গিক। কারণ, ফলকের নকশা ও ভাষা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রভাবের মেলবন্ধনকে প্রকাশ করে (Hall, 1996)। ফলকটির তাৎপর্যকে পোস্টকলোনিয়াল বা উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বের প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করা যায়। যা, এডওয়ার্ড সাঈদের (Said, 1978) মতে, জ্ঞান, ক্ষমতা এবং সংস্কৃতির মধ্যে জটিল ও প্রায়শই অদৃশ্য সম্পর্ক উন্মোচন করতে চেষ্টা করে, যা ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের উত্তরাধিকার বোঝাপড়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির এবং সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞতা গঠনে প্রভাবিত জটিল ক্ষমতার গতিশীলতা এবং সাংস্কৃতিক বিনিময় সম্পর্কে সূক্ষ্ম বোঝাপড়া প্রদান করে। ফলকে প্রতিফলিত লস্করদের অভিজ্ঞতা ও সাংস্কৃতিক প্রথা দৃশ্যমান করে তোলে, কীভাবে ঔপনিবেশিকতা ও অভিবাসন একত্রিত হয়ে আন্তঃসাংস্কৃতিক পরিচয় গঠনকে এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়কে উৎসাহিত করেছে। এই সকল সাংস্কৃতিক বিনিময় ঐতিহ্য এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে গতিশীল আন্তঃক্রিয়াকে প্রকাশ করে। স্কটল্যান্ড এবং ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় ও অভিবাসনের জটিল ইতিহাস অনুসন্ধানের মাধ্যমে, গ্লাসগো বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন বহুমুখী সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রতি গভীর বোঝাপড়া এবং গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে, যা শেষ পর্যন্ত অধিক সুমিলিত সমাজ গঠনে অবদান রাখে।

৭. সম্প্রদায়-কেন্দ্রিক নাট্যচর্চা : সংকরায়িত পরিবেশনার মাধ্যমে লস্কর ঐতিহ্য অন্বেষণ

লস্কর আমি নাট্য প্রযোজনা "তৃতীয় আয়তা," "সংকরতা," এবং পরিবেশনা অধ্যয়ন ধারণাগুলোর আলোকে আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ ও বিনিময়ের জন্য সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে। এই ক্ষেত্র বিশ্লেষণের জন্য নৃ-বিজ্ঞানী ভিক্টর টার্নারের (Turner, 1982) "লিমিনাল স্পেস" বা "মধ্যবর্তী আয়তা" তত্ত্বের অবতারণা করা প্রয়োজন। মধ্যবর্তী আয়তা এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে "অনুষ্ঠানের বিষয়ের বৈশিষ্ট্যগুলো অস্পষ্ট থাকে" (p. 5), যা থিয়েটারকে বৈশ্বিক সাংস্কৃতিক প্রবাহ সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য আদর্শ স্থান করে তোলে। টার্নারের উদ্ধৃতি অনুসারে *লস্কর আমি* পরিবেশনা একটি মধ্যবর্তী আয়তা সৃষ্টির প্রয়াস, যেখানে সাংস্কৃতিক বর্ণনার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা তাদের পরিচয় পুনঃসংজ্ঞায়িত করতে পারে। ফলে, *লস্কর আমি* নাট্য প্রযোজনা হয়ে ওঠে সাংস্কৃতিক সংকরতা এবং মধ্যবর্তী আয়তার দৃশ্যমান উদাহরণ, যেখানে স্পষ্টতই বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রভাবের জটিল আন্তঃক্রিয়ার প্রতিফলন ঘটে। এই আলোচনা প্রক্রিয়াটি আরও শক্তিশালী হয় শেখনারের বক্তব্যের মাধ্যমে, যেখানে পরিবেশনা

কেবল বাস্তবতার প্রতিফলন নয়, বরং বাস্তবতা তৈরি করার একটি মাধ্যম (Schechner, 2004)। তাঁর তত্ত্ব অনুযায়ী, পরিবেশনা একটি জটিল এবং বহুস্তরীয় ঘটনা। এই পরিবেশনা পরিচয়, সম্প্রদায় এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিষয়গুলোও অন্বেষণ করে। *লস্কর আমি* সৃজন প্রক্রিয়া এবং পরিবেশনা সাংস্কৃতিক সংকরতা এবং মধ্যবর্তী আয়তার নীতিগুলোকে দৃশ্যমান করে তোলে, যা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বর্ণনার ছেদে ও মেলবন্ধনে প্রতীয়মান হয়।

চিত্র ৫ : উদ্বোধনী প্রদর্শনী, টল শিপ গ্লেনলি, রিভারসাইড মিউজিয়াম, গ্লাসগো, ২৯ মে ২০২২ (সূত্র : বাংলাদেশ এসোসিয়েশন গ্লাসগো)

নাট্য প্রযোজনায় বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক প্রভাব, ইতিহাস এবং অভিজ্ঞতাকে সংযোজিত করে একটি সূক্ষ্ম গল্প বুননের মাধ্যমে লস্কর পরিচয়ের বহুস্তরীয় প্রকৃতি উপস্থাপিত হয়। নাট্য প্রযোজনায় গীত, নৃত্য, বাদ্য, পোশাক, আলো, অডিওভিজ্যুয়াল উপকরণ, অভিনয় আয়তন, অভিনেতা-ঘনিষ্ঠ-দর্শক আসন বিন্যাস প্রভৃতিতে সংকরতা দৃশ্যমান হয়। নাট্য প্রযোজনায় পিটার বার্ক (Burke, 2009) প্রণীত “সিনক্রেটিজম” বা “সমন্বয়বাদী” ধারণার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এই ধারণা অনুসারে, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রথা এবং রীতিনীতির ছেদ ও মেলবন্ধন ঘটে এবং নতুন সাংস্কৃতিক প্রকাশের রূপ সৃষ্টি হয়। এই সমন্বয়বাদী পদ্ধতি নতুন সাংস্কৃতিক অর্থ ও রূপের সৃজনকে সক্ষম করে তোলে এবং বাস্তবিক লস্কর পরিচয়ের জটিল এবং গতিশীল

প্রকৃতিকে উপস্থাপন করে। ভাভা প্রস্তাবিত তৃতীয় আয়তা ধারণা এই প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক (Bhabha, 1994)। কারণ, *লস্কর আমি* একটি মধ্যবর্তী আয়তা সৃষ্টি করে যা সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে সাংস্কৃতিক আলোচনা এবং অনুবাদকে উৎসাহিত করে। এই আয়তা সম্প্রদায়ের সদস্যদের সংকর পরিচয় এবং দৈনন্দিন জীবনে চর্চিত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের অর্থগুলো প্রকাশের সুযোগ দেয়। ফলে, সম্প্রদায়ের সদস্যরা তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় পুনঃসংজ্ঞায়িত এবং অভিযোজিত করার সুযোগ পায়, যা সংকর পরিচয় এবং নতুন সাংস্কৃতিক রূপের উদ্ভবকে সম্ভব করে তোলে (Bhabha, 2009)। হল উল্লেখ করেন, সাংস্কৃতিক পরিচয় স্থায়ী বা অপরিবর্তনীয় নয়, বরং ক্রমাগত নির্মিত ও বিবর্তিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় পরিচয়ের গতিশীল প্রকৃতির প্রতিফলন ঘটে (Hall, 1996)। তিনি আরও বলেন, পরিচয় কোনো স্থায়ী সত্ত্বা নয়; এটি নিরন্তর লড়াই, আলোচনার এবং পুনঃসৃষ্টি করার আয়তা (Hall, 1996)। এর মূল লক্ষ্য হলো, ব্যক্তির এবং সম্প্রদায়ের পরিচয় গঠনের জটিলতাকে তুলে ধরা। তৃতীয় আয়তায় অবস্থান করে *লস্কর আমি* নতুন সাংস্কৃতিক রূপ এবং পরিচয় প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি করেছে, যা সাংস্কৃতিক পরিচয়ের বিবর্তমান প্রকৃতির প্রমাণ হিসেবে কাজ করে। এই প্রক্রিয়াটি সাংস্কৃতিক অনুবাদের ধারণাকেও প্রতিফলিত করে, যেখানে সাংস্কৃতিক অর্থগুলো বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে আলোচনা ও অনুদিত হয়, যা সাংস্কৃতিক সংকরতা তত্ত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। সাংস্কৃতিক আলোচনা, অনুবাদ এবং সংকরতার এই ছেদ ও মেলবন্ধন ব্যক্তির এবং সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক পরিচয় গঠনের গতিশীল এবং বিবর্তমান প্রকৃতিকে স্পষ্ট করে তোলে।

চিত্র ৬ : উদ্বোধনী প্রদর্শনী, টল শিপ গ্লেনলি, রিভারসাইড মিউজিয়াম, গ্লাসগো, ২৯ মে ২০২২ (সূত্র : বাংলাদেশ এসোসিয়েশন গ্লাসগো)

লস্কর আমি সম্প্রদায়-কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য চর্চার গুরুত্বকে স্বীকার করে এবং সহ-সৃজনশীল গল্পকথা ও সৃজনশীল প্রকাশের গুরুত্বকে মর্যাদা প্রদান করে। গ্লাসগো লাইফ মিউজিয়ামসের সহযোগিতায় বাংলাদেশ এসোসিয়েশন গ্লাসগো আয়োজিত এই উদ্যোগ কেবল সম্প্রদায়ের ওপর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব বিস্তার করেনি, বরং অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও স্ব-অধিকারবোধের গভীর অনুভূতিও সৃষ্ট করেছে। গবেষণা অনুশীলনের শেষ পর্যায়ে একটি প্রকাশনায় গ্লাসগো লাইফ মিউজিয়ামস (Jaffer, 2023) উল্লেখ করেছে, ইতিহাস অনুসন্ধানী কর্মকাণ্ডে সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞতা এবং ইতিহাস প্রতিফলনের মাধ্যমে সহ-সৃজন সম্ভব হয়। গবেষণা অনুশীলনে গল্প বলার প্রক্রিয়ায় সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত করে, গ্লাসগো লাইফ মিউজিয়ামস সেই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটায়, যা বহুমুখী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং পারস্পরিক অভিজ্ঞতার গভীর বোঝাপড়াকে উৎসাহিত করে (ibid)। পরিবেশনা শিল্পকলাকে সামাজিক মন্তব্যের একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে *লস্কর আমি* জনজীবন ও বাস্তবতা সম্পৃক্ত নাট্যের ধারণাকে প্রতিফলিত করে। প্রায়োগিক নাট্য বিশেষজ্ঞ রস কিডের (Kidd, 1982) ধারণা অনুসরণ করে বলা যায়, সামাজিক পরিবর্তনে, সম্প্রদায়ের উন্নয়নে এবং সচেতনতা বিকাশে সম্প্রদায়-কেন্দ্রিক গবেষণা এবং অনুশীলন প্রক্রিয়ায় সৃজিত *লস্কর আমি* মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণকে অন্তর্ভুক্ত করে।

৮. উপসংহার

লস্কর গবেষণা প্রকল্প এবং গবেষণার অংশ হিসেবে সৃজিত *লস্কর আমি* নাট্য প্রযোজনা স্কটল্যান্ডে লস্করদের জটিল ইতিহাস এবং অভিজ্ঞতাকে গভীরভাবে আলোকিত করেছে এবং সম্প্রদায়-কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য চর্চার গুরুত্বকে প্রতিফলিত করেছে (Jaffer, 2023)। এই প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ ঐতিহ্যবাহী সম্প্রদায়ের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণের মাধ্যমে গল্পবলা এবং বিমূর্ত গল্পকে সৃজনশীল উপায়ে মূর্ত করে তুলতে উৎসাহিত করা হয়। পাশাপাশি প্রক্রিয়াটি ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তন, সম্প্রদায়ের উন্নয়ন এবং বহুমুখী সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, যা সাংস্কৃতিক পরিচয়ের গতিশীল প্রকৃতিকে প্রতিফলিত করে (Bhabha, 1994; Hall, 1996)। *লস্কর আমি* বিশ্লেষণ-উত্তর মূল্যায়ন লিপিবদ্ধ করতে গ্লাসগো লাইফ মিউজিয়ামসের পর্যবেক্ষণ গ্রহণ করা যেতে পারে। মিউজিয়ামসের মতে, সম্প্রদায়-কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য চর্চার একটি মডেল হিসেবে, *লস্কর আমি* নাটক রচনা থেকে নাট্য প্রযোজনা প্রক্রিয়াটি অনুরূপ উদ্যোগকে প্রেরণা দিতে সক্ষম, যা সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে (Jaffer, 2023)।

সহায়কপঞ্জি

শাহরিয়ার রহমান, সৈয়দ। (২০২৩)। ইমেইল যোগাযোগের মাধ্যমে প্রাপ্ত লিখিত বক্তব্য।

Abdullah, T. (2023). '*LASCARi* at the Glenlee'. In Malcolm E. et. al, *Scotland's Lascars Heritage*. Glasgow Museums, Scotland.

Appadurai, A. (1996). *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. University of Minnesota Press.

Balachandran, G. (2012). *Globalizing Labour? Indian Seafarers and World Shipping, c. 1870-1945*. Oxford University Press.

Beck, U. (2006). *Cosmopolitan Vision*. Polity Press.

Bhabha, H. K. (1990). 'The Third Space: Interview with Homi Bhabha'. In J. Rutherford, *Identity: Community, culture, difference* (pp. 207–221). Lawrence & Wishart.

Bhabha, H. K. (1994). *The Location of Culture*. Routledge.

Frost, M. R. (2005). 'That Great Ocean of Idealism: Calcutta, the Idea of India, and the United Service Institution of India, 1868–1885'. *Modern Asian Studies, 39*(2), 333–362.

Jaffer, Aaron. (2023) 'Introduction'. In Malcolm E. et. al, *Scotland's Lascars Heritage*. Glasgow Museums, Scotland.

Hall, S. (1996). 'Introduction: Who needs 'identity'?' In S. Hall & P. du Gay, *Questions of Cultural Identity* (pp. 1–17). Sage Publications

Hall, S. (1996). 'When was 'the post-colonial'? Thinking at the limit'. In I. Chambers & L. Curti, *The Post-Colonial Question: Common Skies, Divided Horizons* (pp. 242–260). Routledge

Khan, S. (2023). 'A History of the World – The 101st Object'. In Malcolm E. et. al, *Scotland's Lascars Heritage*. Glasgow Museums, Scotland.

Schechner, R. (2004). *Performance studies: An introduction*. Routledge.

Visram, R. (2002). *Asians in Britain: 400 years of history*. Pluto Press.

Yule, H., & Burnell, A. C. (1903). *Hobson-Jobson: A glossary of colloquial Anglo-Indian words and phrases, and of kindred terms, etymological, historical, geographical and discursive*. John Murray.